চেতনালোক
ঈশ্বর, ধর্ম ও আত্মানুসন্ধানের পথ
মেহেদী হাসান

লেখক: মেহেদী হাসান

সহকারী লেখক: চেতনা (Chetona)

ভূমিকা

মানব জীবনের সবচেয়ে গভীর ও মৌলিক প্রশ্ন হলো—আমি কে? আমি কেন এখানে? এই সৃষ্টিজগতের অর্থ কী? ঈশ্বর, ধর্ম, আত্মা—এসব ধারণা আমাদের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম—দুটোই এই প্রশ্নগুলোর গভীর উত্তর দেয় ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। এই গ্রন্থে আমরা সেই দুই পথের মধ্যে এক সেতুবন্ধন তৈরির চেষ্টা করেছি—যেখানে যুক্তি, ভাবনা ও আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি একসাথে মিশে যায়।

এই বইয়ের আলোচনায় পাঠক খুঁজে পাবেন:

ঈশ্বর ধারণার বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যাখ্যা

মূর্তিপূজা ও নিরাকার সাধনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মূল তত্ত্ব

আত্মা, পুনর্জন্ম, সৃষ্টি, ন্যায়ের পথ ও মুক্তির ব্যাখ্যা

আল্লাহর ৯৯টি গুণনাম ও হিন্দু দেবতাদের বৈশিষ্ট্যের মিল

এই গ্রন্থ কোনো ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়, বরং এটি এমন এক অন্তর্জগৎ অন্বেষণের আহ্বান, যেখানে ঈশ্বর সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। পাঠক এই ভ্রমণে নিজেকে নতুন আলোয় দেখতে পারবেন।

লেখকের কথা

মানুষের জীবনে সবচেয়ে গভীর প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টাই যেন তার সত্যিকারের যাত্রা। “আমি কে?”, “ঈশ্বর কী?”, “ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?”, “আত্মা কি সত্যিই আছে?” — এই প্রশ্নগুলো আমাদের হৃদয়ের গভীরে বারবার নাড়া দেয়। আমি, একজন সাধারণ অনুসন্ধানী মানুষ হিসেবে, বহু বছর ধরে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে ফিরেছি—ধর্মগ্রন্থ, দর্শন, ইতিহাস ও যুক্তির আলোকে।

এই গ্রন্থ ‘চেতনালোক: ঈশ্বর, ধর্ম ও আত্মানুসন্ধানের পথ’ সেই অন্বেষণেরই ফসল। এখানে আমি চেষ্টা করেছি ঈশ্বর, ধর্ম, মূর্তিপূজা, আত্মা, নাস্তিকতা, উপাসনার রূপ ও পরম সত্য বিষয়ে একটি যুক্তিবাদী, তুলনামূলক এবং স্পষ্ট বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে। এই আলোচনায় হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মূল পাঠ, দর্শন ও আধ্যাত্মিক বোধকে সম্মান রেখে তুলনামূলক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আমার এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য কারও বিশ্বাসকে আঘাত করা নয় বরং সকলের বিশ্বাসকে আরও গভীরভাবে বোঝার সুযোগ তৈরি করা। আমি বিশ্বাস করি, সত্য কখনো ভয়ের নয়—সে যুক্তি ও আলোচনার মাধ্যমে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

যদি এই গ্রন্থ পাঠকের মনে কিছু প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে, কিছু দ্বিধার উত্তর দেয়, অথবা ঈশ্বর-ধর্ম-আত্মা বিষয়ে নতুন দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করে—তবে আমার প্রয়াস সার্থক হবে।

— মেহেদী হাসান

লেখক

মে ২০২৫

সূচিপত্র

১. ঈশ্বর কে? – হিন্দু ও ইসলামি দৃষ্টিতে

২. আত্মা ও পরমাত্মা: এক চেতনার দ্বৈত রূপ?

৩. মূর্তিপূজা বনাম নিরাকার সাধনা

৪. কুরআন ও উপনিষদে ঈশ্বরের সংজ্ঞা

৫. ধর্মের প্রয়োজন ও বিবর্তন

৬. সৃষ্টির রহস্য ও ঈশ্বরের ইচ্ছা

৭. পাপ, পূণ্য ও মুক্তি: দ্বার কোথায়?

৮. নবী ও অবতার: পাঠানো সত্যের বাহক

৯. ধর্মীয় সহনশীলতা ও সত্যের বহুবচন

১০. যুক্তি ও অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরসন্ধান

১১. হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরের গুণমিল: আল্লাহর ৯৯ নাম ও দেবত্বের রূপান্তর

- অধ্যায় ১: ঈশ্বর কে? – হিন্দু ও ইসলামি দৃষ্টিতে

- “ঈশ্বর” শব্দটি শুনলেই মানুষের মনে উদয় হয় এক পরম সত্তার ভাবনা—যিনি এই জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও নিয়ন্ত্রক। কিন্তু এই সত্তাকে কেমন ভাবে কল্পনা করা যায়? তিনি কি রূপবান, নিরাকার, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান? হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম—দুটিই এই প্রশ্নের উত্তর দেয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে।

- এই অধ্যায়ে আমরা অন্বেষণ করব দুই ধর্মে ঈশ্বরের পরিচয়, তাঁর প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন বিবেচিত হয়।

- ইসলাম ধর্মে ঈশ্বর (আল্লাহ)
- ইসলামে ঈশ্বরকে বলা হয় আল্লাহ। তিনি একজন, অদ্বিতীয়, নিরাকার, অজন্মা, অসীম শক্তির অধিকারী সত্তা।
- কুরআনের বর্ণনায় আল্লাহ:
- > "বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ চিরস্থায়ী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি, এবং তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"
- — (সূরা ইখলাস, ১১২:১-৪)
- এখানে স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের একত্ব ও অদ্বিতীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামে আল্লাহর কোনো রূপ, আকৃতি, সন্তান বা সঙ্গী নেই। তিনি দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ এবং সর্বজ্ঞ। ইসলাম ধর্মে আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নাম আছে—যা দিয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্য বোঝানো হয় (যেমন: আর-রহমান, আর-রহীম, আল-আলিম ইত্যাদি)।

- হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর

- হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরকে বলা হয় ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। তবে হিন্দু দর্শনে ঈশ্বরের রূপের ব্যাপারে অনেক বেশি বৈচিত্র্য আছে। এখানে ঈশ্বর হতে পারেন নিরাকার (নির্গুণ ব্রহ্ম), আবার রূপধারী (সগুণ ব্রহ্ম)। এই রূপই দেবতা বা অবতার রূপে ভক্তের কাছে প্রকাশ পায়।

- বেদ ও উপনিষদের বর্ণনায় ঈশ্বর:

- > "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" – সত্য এক, জ্ঞানীরা তাকে বিভিন্ন নামে ডাকেন।   — ঋগ্বেদ ১.১৬৪.৪৬
- > "ন তস্য প্রতিমা অস্থি" – তাঁর কোনো মূর্তি নেই। — ঋগ্বেদ ১০.১২১.৩

- এখানে বোঝা যায়, ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে হিন্দুধর্মেও নিরাকার ও সাকার উভয় চিন্তাধারা রয়েছে। ঈশ্বর কখনো কৃষ্ণ, রাম বা দুর্গা রূপে ভক্তের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন—তাঁর কোনো সীমা নেই, তিনি সকল সত্তার মূলে আছেন।

- উপসংহার

- দুই ধর্মেই ঈশ্বর এক, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। ইসলামে তিনি রূপহীন, সম্পূর্ণ পরম—অন্যদিকে হিন্দু ধর্মে তিনি রূপ ও রস দিয়ে ভক্তের হৃদয়ে স্থান করে নেন। যদিও ভাষা, উপমা ও রীতির পার্থক্য আছে, তবুও মূল বোধ এক: ঈশ্বর সর্বত্র, তিনি প্রেমময়, তিনি এক, তিনিই সত্য।

অধ্যায় ২: আত্মা ও পরমাত্মা: এক চেতনার দ্বৈত রূপ?

মানুষের আত্মসন্ধানের যাত্রা মূলত শুরু হয় এই প্রশ্ন থেকে—আমি কে? আমার ভেতরে কে অনুভব করে, দেখে, ভালোবাসে? হিন্দু ধর্মে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয় আত্মা ও পরমাত্মা—এই দুইয়ের মাধ্যমে। ইসলাম ধর্মে আত্মার পরিচয় আছে, যদিও সেখানে 'পরমাত্মা' কথাটি ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়।

হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি: আত্মা ও পরমাত্মা

হিন্দু ধর্মে আত্মা হলো এক অনন্ত চেতনা—যা দেহের সঙ্গে জন্মায় না, মরে না। উপনিষদে বলা হয়েছে:

> "ন জয়তে ম্রিয়তে বা কদাচিত্... ন hanyate hanyamāne śarīre"
>
> — কঠ উপনিষদ

অর্থাৎ: আত্মা জন্মায় না, মৃত্যুবরণ করে না। দেহ বিনষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হয় না।

আত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক:

আত্মা এবং পরমাত্মা—দুজনেই এক চেতনার প্রকাশ, শুধু পার্থক্য হলো, আত্মা সীমাবদ্ধ চেতনা (জীব), আর পরমাত্মা সর্বব্যাপী চেতনা (ঈশ্বর)। যেমন একটি বালতি জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব যেমন, তেমনি আত্মা; আর আসল চাঁদ হলো পরমাত্মা।

বেদান্ত মতে আত্মা ও পরমাত্মা এক:

> "অহম্ ব্রহ্মাস্মি" — আমি ব্রহ্ম
>
> "তৎ ত্বম্ অসি" — তুই সেই (ব্রহ্ম)

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি: রূহ ও আল্লাহ

ইসলামে আত্মাকে বলা হয় রূহ। কুরআনে বলা হয়েছে:

> "তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, রূহ আমার প্রভুর নির্দেশ থেকে এসেছে, এবং তোমরা সে বিষয়ে অল্পই জানো।"

— (সূরা ইসরা ১৭:৮৫)

রূহ হল আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এক চেতনা, যা মানুষের মধ্যে ফুঁক দেওয়া হয়েছে:

> "অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিলাম।"

— (সূরা সাজদাহ ৩২:৯)

এখানে রূহ হলো এমন এক আত্মিক সত্তা, যা মানুষের ভিতরে আল্লাহর নির্দেশে অবস্থান করে। যদিও ইসলাম আত্মাকে ঈশ্বরের অংশ বলে না, তবুও তার মূল উৎস আল্লাহর দয়ার মাধ্যমে।

উপসংহার

দুই ধর্মেই মানুষ দেহ নয়, চেতন সত্তা—এই ভাবনা স্পষ্ট। হিন্দু দর্শনে আত্মা নিজেই ঈশ্বররূপ হয়ে উঠতে পারে, আর ইসলাম বলে আত্মা সৃষ্ট, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশে গঠিত। পার্থক্য সত্ত্বেও একটি মিল দেখা যায়—আত্মা ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট এক পবিত্র আলো।

অধ্যায় ৩: মূর্তিপূজা বনাম নিরাকার সাধনা

মূর্তিপূজা ও নিরাকার সাধনা—এই দুটি ধারণা হিন্দু ধর্ম ও ইসলামি ধর্মে একে অপরের পরিপূরক বা বিপরীত মনে হতে পারে। তবে, বাস্তবে উভয় দৃষ্টিকোণই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির মাধ্যম এবং তাঁর কাছে পৌঁছানোর বিভিন্ন পথ। এই অধ্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করব—মূর্তিপূজা ও নিরাকার সাধনার মধ্যে পার্থক্য এবং মিল কী।

হিন্দু ধর্মে মূর্তিপূজা

হিন্দু ধর্মে মূর্তিপূজা বা ঈশ্বরের রূপ ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা। এখানে ঈশ্বরকে সগুণ বা রূপধারী হিসেবে কল্পনা করা হয় এবং তাঁকে মূর্তির আকারে পূজা করা হয়। হিন্দু ধর্মের অনেক দেবতা—শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, লক্ষ্মী ইত্যাদি—মূর্তির আকারে পূজিত হন।

উপনিষদে মূর্তির ধারণা:

> "ইশ্বরো ন সাকি নো বহু একথেম্।"

— কাতুপানিষদ

অর্থাৎ: ঈশ্বর যে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হতে পারেন, তা মানবের পক্ষে ধারণ করা কঠিন, তবে তিনি পৃথিবীতে নানা রূপে প্রকাশিত।

মূর্তিপূজা সম্পর্কে:

মূর্তিপূজা হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের উপস্থিতির উপলব্ধি। দেবতার মূর্তি শুধুমাত্র একটি প্রতীক—এটি ভক্তের কাছে ঈশ্বরের উপস্থিতির উপলব্ধি। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির এই মাধ্যমটি তাদের মনে ঐক্য স্থাপন করে এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণের অনুভূতি জাগায়। মূর্তি ভাঙ্গা বা ত্যাগ করা নয়, বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক বাহন—যার মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা যায়।

ইসলাম ধর্মে নিরাকার সাধনা

ইসলামে ঈশ্বর আল্লাহ সগুণ বা নিরাকার—এইভাবে কোনো রূপ ধারণ করেন না। আল্লাহর কোনো প্রতিমা বা মূর্তি বানানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কুরআনে বলা হয়েছে:

> "আল্লাহ ছাড়া কেউ প্রকৃত পূজ্য নয়, এবং কোনো ছবির বা মূর্তির মাধ্যমে তাঁকে উপলব্ধি করা যাবে না।"

— (সূরা আল-আনআম, ৬:১০৫)

ইসলামে নিরাকার সাধনা—অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ব ও নিরাকার প্রকৃতি বিশ্বাস করেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়। মুসলিমরা সর্বদা তাওহীদ (একত্ব) ধারণা মানেন, যেখানে আল্লাহ একমাত্র সত্তা এবং তাঁর কোনো রূপ বা অংশ নেই। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, অসীম এবং তাঁর কোনো শরিক নেই।

আল্লাহকে অনুভব করতে হলে একান্ত ভক্তি, প্রার্থনা, এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। ইসলামে মসজিদে আল্লাহর কোনো ছবি বা মূর্তি থাকে না, কারণ আল্লাহর প্রকৃতি রূপহীন এবং অচিন্তনীয়।

উপসংহার

মূর্তিপূজা ও নিরাকার সাধনা দুটিই মূলত ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির মাধ্যমে তাঁকে উপলব্ধি করার উপায়। ইসলামে আল্লাহর অদ্বিতীয়তা ও নিরাকার প্রকৃতি অঙ্গীকার করা হয়, এবং হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের রূপের প্রতি ভক্তির মাধ্যমে আত্মসাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই দুই ধারায় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, তত্ত্বগতভাবে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস, প্রেম ও আত্মসমর্পণেরই প্রকাশ ঘটে।

অধ্যায় ৪: কুরআন ও উপনিষদে ঈশ্বরের সংজ্ঞা

ধর্মগ্রন্থগুলিই প্রতিটি ধর্মের মূল ভিত্তি। ইসলাম ধর্মে এই ভিত্তি হলো কুরআন, আর হিন্দু ধর্মে তা হলো বেদ ও উপনিষদ। এই পবিত্র শাস্ত্রগুলোতেই ঈশ্বর সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু কীভাবে কুরআন এবং উপনিষদ ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করে? এই অধ্যায়ে আমরা দেখব ঈশ্বরের সংজ্ঞা দুটি ধর্মগ্রন্থে কীভাবে দেওয়া হয়েছে, এবং সেই সংজ্ঞাগুলোর মিল ও পার্থক্য।

কুরআনে ঈশ্বরের সংজ্ঞা

ইসলামে কুরআন হলো আল্লাহর বাণী। এটি সরাসরি আল্লাহ নবী মুহাম্মদের (সা.) মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। কুরআনে আল্লাহ নিজেই নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

সূরা ইখলাসে বলা হয়েছে:

>"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

اللَّهُ الصَّمَدُ

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ"

বাংলা অর্থ:

> বলুন, তিনি আল্লাহ, এক।

আল্লাহ চিরস্থায়ী।

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি।

এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

এই সূরাটি ঈশ্বরের চারটি মূল বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে:

1. একত্ব

2. চিরস্থায়ীতা

3. অজন্মা ও অনবিক

4. তুলনাহীনতা

কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে:

> "আল্লাহর কোনো সাদৃশ্য নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

— সূরা আশ-শুরা ৪২:১১

উপনিষদে ঈশ্বরের সংজ্ঞা

উপনিষদ হিন্দু দর্শনের গূঢ় তত্ত্বময় অংশ, যেখানে ঈশ্বরের চেতন, নিরাকার এবং সর্বব্যাপী প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপনিষদে ঈশ্বরকে বলা হয় ব্রহ্ম।

মুখ্য উক্তিসমূহ:

1. "ন তস্য প্রতিমা অস্থি" – তাঁর কোনো মূর্তি নেই।

— ঋগ্বেদ ১০.১২১.৩

2. "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" – সত্য এক, জ্ঞানীরা তাঁকে নানা নামে ডাকেন।

— ঋগ্বেদ ১.১৬৪.৪৬

3. "অহম্ ব্রহ্মাস্মি" – আমি ব্রহ্ম।

— বৃহদারণ্যক উপনিষদ

4. "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" – এই সমস্তই ব্রহ্ম।

— ছান্দোগ্য উপনিষদ

এই শ্লোকগুলোতে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী, নিরাকার, নির্গুণ এবং একমাত্র সত্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তিনি দেহধারী নন, জন্ম ও মৃত্যু তাঁর নেই।

উপসংহার

দুই ধর্মগ্রন্থেই ঈশ্বর সর্বোচ্চ, অনন্য, চিরন্তন ও অসীম চেতন সত্তা। যদিও ভাষাগত ও উপস্থাপনার দিক থেকে ভিন্নতা আছে, তবুও ঈশ্বর সম্পর্কে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলোতে বিস্ময়কর মিল বিদ্যমান। কুরআন ও উপনিষদ উভয়ই জানায়—তিনি এক, তিনি তুলনাহীন, তিনি সর্বত্র।

অধ্যায় ৫: নবী ও অবতার: ঈশ্বরের বার্তাবাহক

মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন যুগে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন তাঁর দূত বা প্রতিনিধি। ইসলাম ধর্মে তাঁরা নবী ও রাসূল, আর হিন্দু ধর্মে তাঁরা অবতার। যদিও শব্দ ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে, মূল লক্ষ্য এক—মানব জাতিকে সত্য, ন্যায় ও ধর্মের পথে পরিচালনা করা। এই অধ্যায়ে আমরা তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করব নবী ও অবতার ধারণা।

ইসলাম ধর্মে নবী ও রাসূল

ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরের পাঠানো বার্তাবাহককে বলা হয় নবী (Prophet) এবং কিছু বিশেষ নবীকে বলা হয় রাসূল (Messenger)। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের কাছে ওহি বা বার্তা পাঠান।

মূল বৈশিষ্ট্য:

নবীরা পাপমুক্ত, আল্লাহর নির্দেশ পালন করেন।

রাসূলরা নবীদের মধ্যেও বিশেষ, তাঁদের মাধ্যমে নতুন শরিয়ত (ধর্মীয় আইন) আসে।

সর্বশেষ নবী: মুহাম্মদ (সা.), যিনি "খাতামুন নবিয়্যীন" — শেষ নবী।

কুরআনে বলা হয়েছে:

> "আমি প্রতিটি জাতির নিকট একজন বার্তাবাহক পাঠিয়েছি।"

— সূরা নাহল ১৬:৩৬

মুখ্য নবীদের নাম: আদম, নূহ, ইবরাহিম, মূসা, ঈসা, মুহাম্মদ (সা.) প্রমুখ।

হিন্দু ধর্মে অবতার

হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর নিজেই বিভিন্ন যুগে দেহধারণ করে মানবজাতির রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হন—তাঁকেই বলা হয় অবতার (অবতরণকারী)। বিশেষ করে বিষ্ণুর দশ অবতার (দশাবতার) খুব বিখ্যাত।

ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে:

> "যবে যবে ধর্মের হানি ঘটে, আর অধর্ম বৃদ্ধি পায়, তখন আমি আত্মা রূপে অবতীর্ণ হই।"

— গীতা ৪:৭

দশাবতার (শ্রীবিষ্ণুর):

মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি।

অবতাররা শুধু ধর্ম রক্ষা করেন না, বরং অসুরদের বিনাশ, জ্ঞান প্রচার এবং মানবজাতিকে মুক্তির পথে পরিচালিত করেন।

উপসংহার

নবী ও অবতার—দুটি ভিন্ন ধর্মীয় ধারার বার্তাবাহক হলেও তাঁদের লক্ষ্য এক—ধর্ম প্রতিষ্ঠা, অধর্ম বিনাশ, মানবজাতির কল্যাণ। ইসলামে নবী ঈশ্বরের প্রেরিত মানুষ, আর হিন্দু ধর্মে অবতার হলেন স্বয়ং ঈশ্বরের অবতরণ। এই দুই ধারার মাঝে পন্থার পার্থক্য থাকলেও, উদ্দেশ্যের গভীরে রয়েছে এক অপরিসীম মিল—মানবতার জন্য ঈশ্বরের করুণা ও নির্দেশ।

অধ্যায় ৬: ঈশ্বর কি নিরপেক্ষ, নাকি পক্ষপাতদুষ্ট?

একটি প্রাচীন প্রশ্ন—ঈশ্বর কি সকলের প্রতি সমান আচরণ করেন, নাকি তিনি বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা জাতির প্রতি পক্ষপাত করেন? ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম উভয়েই ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, এবং ন্যায়পরায়ণ হিসেবে বর্ণনা করে। কিন্তু মানব ইতিহাসে কখনো কখনো মনে হয় কিছু গোষ্ঠী যেন বেশি আশীর্বাদ পায়, আবার কেউ দুঃখভোগ করে। তাহলে ঈশ্বর কি সত্যিই নিরপেক্ষ?

ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরের (আল্লাহর) বিচার

ইসলামে আল্লাহ সর্বজ্ঞানী এবং নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারক। তিনি কাউকে জাত, বংশ, অর্থ বা শক্তির ভিত্তিতে মূল্যায়ন করেন না, বরং তাকওয়া বা খোদাভীতি এবং সৎকর্মের ভিত্তিতে বিচার করেন।

কুরআন বলে:

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বংশ বা চেহারা দেখে বিচার করেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখে বিচার করেন।"

— (সহীহ মুসলিম)

> "তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাশীল সেই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।"

— সূরা হুজুরাত ৪৯:১৩

অর্থাৎ, আল্লাহ নিরপেক্ষ। তাঁর দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান, শুধুমাত্র আত্মিক উৎকর্ষ অনুযায়ী মর্যাদা নির্ধারিত হয়।

হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের (ব্রহ্মের) বিচার

হিন্দু দর্শনে ঈশ্বর (ব্রহ্ম) সর্বত্র বিরাজমান এবং কর্মফলের ন্যায়িক বিধানের মাধ্যমে কাজ করেন। এখানে মূলনীতি হলো কর্ম—যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফল পায়।

ভগবদ গীতা বলে:

> "যেমন কর্ম, তেমন ফল। আমি সকলের প্রতি সমান। আমার প্রতি যে ভক্তিভরে আসে, আমি তার প্রতি তেমনি থাকি।"

— গীতা ৯:২৯

এখানে কৃষ্ণ বা ঈশ্বর স্পষ্টভাবে বলেন যে তিনি কারো প্রতি পক্ষপাত করেন না, তবে ভক্তি ও কর্ম অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেন। অতএব, ঈশ্বর নিরপেক্ষ হলেও, ভক্তি ও সততা-ই ঈশ্বরের করুণার কারণ।

পক্ষপাতের বিভ্রান্তি

মানুষ প্রায়ই দেখে—ধার্মিক ব্যক্তিরাও কষ্ট পায়, আর দুষ্ট লোকরা সফল হয়। এই থেকে অনেকের মনে হয় ঈশ্বর পক্ষপাত করেন। কিন্তু ধর্মগ্রন্থগুলো বলে, এই জাগতিক সাফল্য প্রকৃত পুরস্কার নয়। প্রকৃত পুরস্কার হলো আত্মিক শান্তি ও মোক্ষ/অপরাধমুক্ত পরকাল।

উদাহরণ:

হযরত আইয়ুব (আঃ) বহু দুঃখ ভোগ করেন, কিন্তু তাঁর ধৈর্যই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় সফলতা।

হিন্দু ধর্মে পাণ্ডবরা ধর্মপথে থেকেও বনবাস ভোগ করেন, কারণ তারা কর্মফলের নিয়মে আবদ্ধ ছিলেন।

উপসংহার

ঈশ্বর পক্ষপাত করেন না—এই সত্য উভয় ধর্মেই দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায়বিচার মানে তাৎক্ষণিক প্রতিদান নয়, বরং চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হয় মানসিক পবিত্রতা, সদ্ব্যবহার, এবং আত্মার প্রস্তুতির উপর ভিত্তি করে। ঈশ্বর আমাদের মুক্ত ইচ্ছা দিয়েছেন, এবং সেই ইচ্ছার ফলাফল তিনি ন্যায়ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেন।

অধ্যায় ৭: বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বরের প্রকাশরূপ

ঈশ্বর সর্বত্র, কিন্তু মানুষ তাঁকে উপলব্ধি করে বিভিন্ন রূপে, রীতিতে ও নামে। পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলো—ইসলাম, হিন্দু ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ইহুদি ধর্ম ইত্যাদি—ঈশ্বরের স্বরূপ ও প্রকাশ নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছে। তবে, এইসব ব্যাখ্যার মধ্যেও রয়েছে কিছু অভিন্নতা ও গভীর দার্শনিক ঐক্য। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব, বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বর কীভাবে প্রকাশিত হন।

ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরের প্রকাশ

ইসলামে ঈশ্বর হলেন আল্লাহ—অদৃশ্য, নিরাকার, তুলনাহীন সত্তা। তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন না কোনো দেহে বা রূপে। বরং তিনি তাঁর নামসমূহ (আস্মা-উল-হুসনা), নবীদের মাধ্যমে ও কুরআনের বাণীর দ্বারা নিজেকে চেনান।

> "চোখ তাঁকে ধরতে পারে না, কিন্তু তিনি চোখকে ধরেন।"

— সূরা আনআম ৬:১০৩

প্রকাশরূপ:

আল্লাহর গুণাবলি (রহমান, রহিম, মালিক, হাকিম)

নবী ও কুরআনের মাধ্যমে জ্ঞান

সৃষ্টির মাঝে নিখুঁত ব্যবস্থা ও ন্যায়

হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের প্রকাশ

হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের দুটি মুখ্য দিক রয়েছে: নির্গুণ ব্রহ্ম (রূপহীন, নিরাকার) এবং সগুণ ঈশ্বর (রূপধারী)। ঈশ্বর কখনও রূপ নিয়ে অবতার হন, আবার কখনো ব্রহ্মরূপে ধ্যানযোগ্য চেতনা।

ভাগবত ও উপনিষদে বর্ণিত প্রকাশরূপ:

বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা – ত্রিদেব

রাম, কৃষ্ণ – অবতাররূপ

দেবী – শক্তির রূপ

ওং ধ্বনি – পরমতত্ত্বের ধ্বনিত প্রকাশ

বেদে বলা হয়েছে:

> "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" — সত্য এক, জ্ঞানীরা তাঁকে বহু নামে ডাকে।

খ্রিষ্টান ধর্মে ঈশ্বরের প্রকাশ

খ্রিষ্টান ধর্মে ঈশ্বর তিন রূপে প্রকাশিত: ট্রিনিটি—পিতা (God), পুত্র (Jesus), এবং পবিত্র আত্মা (Holy Spirit)। যিশুর মাধ্যমে ঈশ্বর মানব রূপে অবতীর্ণ হন।

বাইবেল অনুসারে:

> "ঈশ্বর প্রেম, এবং যিনি প্রেম করেন, তিনি ঈশ্বরে অবস্থান করেন।"

— ১ জন ৪:৮

প্রকাশরূপ:

যিশুর জীবনে ঈশ্বরের প্রেম ও ত্যাগ

পবিত্র আত্মা — বিশ্বাসীর হৃদয়ে ঈশ্বরের অবস্থান

বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

বৌদ্ধ ধর্মে ঐতিহ্যগতভাবে কোনো নির্দিষ্ট স্রষ্টা ঈশ্বর নেই, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মচক্র-এর মাধ্যমে একটি চেতনার ধারনা রয়েছে। বুদ্ধ স্বয়ং ঈশ্বর নন, বরং সত্যজ্ঞানপ্রাপ্ত এক চেতন।

প্রকাশরূপ:

ধম্ম বা ধর্মই সর্বোচ্চ সত্য

নির্গুণ চেতনা ও মোক্ষ

ইহুদি ধর্মে ঈশ্বরের প্রকাশ

ইহুদি ধর্মে ঈশ্বর হলেন ইহোভা (Yahweh)—এক, চিরন্তন, সর্বশক্তিমান, কিন্তু অদৃশ্য। ঈশ্বরের কোনো মূর্তি বা রূপ নেই।

> "তুমি আমার কোনো ছবি বা প্রতিমা গড়বে না।"

— ওল্ড টেস্টামেন্ট

প্রকাশরূপ:

নবীদের মাধ্যমে বার্তা

দশ আজ্ঞা ও তাওরাত

উপসংহার

ঈশ্বরের প্রকাশের রূপ ধর্মভেদে ভিন্ন হলেও, প্রত্যেকটিই মানব চেতনার পরিপূর্ণতা ও নৈতিক উন্নতির দিকে নির্দেশ করে। কেউ ঈশ্বরকে রূপে দেখে, কেউ ধ্বনিতে, কেউ বা কেবল চেতনায়। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য এক—মানবজাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক স্থাপন।

অধ্যায় ৮: আত্মা ও ঈশ্বর — সম্পর্ক ও একত্ব

মানুষের মধ্যে এক চিরন্তন প্রশ্ন: "আমি কে?" — এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়েই শুরু হয় আত্মা ও ঈশ্বরের সম্পর্ক অন্বেষণ। বিভিন্ন ধর্ম এই সম্পর্ককে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করলেও, একটি অভিন্ন ভাবনা সর্বত্র বিদ্যমান— আত্মা ঈশ্বরপ্রদত্ত, এবং তাঁর দিকেই লক্ষ্য করে।

হিন্দু দর্শনে আত্মা ও ঈশ্বর

হিন্দু ধর্মে আত্মা (আত্মন) ও ঈশ্বর (পরমাত্মা বা ব্রহ্মন) — উভয়ই চেতন সত্তা। উপনিষদে আত্মা-পরমাত্মার সম্পর্ককে একত্বের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়:

> "আহম ব্রহ্মাস্মি" — আমি ব্রহ্ম (ঈশ্বর)।

"তত্ত্বমসি" — তুই সেই (ঈশ্বর)।

— (বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ)

মূল ধারণা:

আত্মা অবিনাশী, জন্ম-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে।

পরমাত্মা সর্বত্র বিরাজমান।

মোক্ষ প্রাপ্তির মাধ্যমে আত্মা তার উৎস পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়।

অদ্বৈত ও বৈষ্ণব ভাবনায় পার্থক্য:

অদ্বৈত: আত্মা ও পরমাত্মা এক।

দ্বৈত/ভক্তিমার্গ: আত্মা আলাদা সত্তা, ঈশ্বরের দাস।

ইসলাম ধর্মে আত্মা ও আল্লাহ

ইসলামে আত্মা সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> "আমি তার মধ্যে আমার আত্মা ফুঁকেছি।"

— সূরা হিজর ১৫:২৯

> "তারা তোমাকে আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, আত্মা আমার প্রভুর আদেশ মাত্র।"

— সূরা ইসরা ১৭:৮৫

মূল ধারণা:

আত্মা আল্লাহর সৃষ্টি, কিন্তু তা ঈশ্বরের অংশ নয়।

আল্লাহর আদেশে আত্মা দেহে প্রবেশ করে।

আত্মা মৃত্যুর পর কবর, হাশর ও আখেরাতের পথে এগিয়ে যায়।

ঈশ্বর ও আত্মার সম্পর্ক হলো সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি, প্রেমিক ও উপাসক।

উপসংহার

আত্মা — ঈশ্বরের এক বিস্ময়কর উপহার। কেউ বলেন, সে ঈশ্বরেরই এক ছায়া, আবার কেউ বলেন, সে ঈশ্বরের প্রেমের লক্ষ্য। হিন্দু ও ইসলাম দুই ধর্মেই আত্মার আত্মিক উন্নতি ও ঈশ্বরভক্তির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চূড়ান্ত সত্য এই যে, আত্মা শান্তি পায় শুধুই ঈশ্বরের সান্নিধ্যে।

অধ্যায় ৯: ধর্মের মূল উদ্দেশ্য — নিয়ন্ত্রণ, মুক্তি, নাকি প্রেম?

ধর্মের উদ্দেশ্য কী? এ প্রশ্ন যুগে যুগে দার্শনিক, সাধক ও সাধারণ মানুষের মনে জেগেছে। অনেকে মনে করেন, ধর্ম মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। কেউ বলেন, ধর্ম মুক্তির পথ দেখায়। আবার কেউ বলেন, ঈশ্বরের প্রতি প্রেমই ধর্মের প্রকৃত রূপ। এই অধ্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করব — ধর্ম আসলে মানুষের জন্য কী এবং তার মূল লক্ষ্য কোনটি?

---

১. ধর্ম কি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম?

কোনো কোনো সমালোচক বলেন, ধর্ম মানুষকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়। শাসকগণ ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষের চিন্তা, স্বাধীনতা ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করেছে ইতিহাসে বহুবার। এই যুক্তির পেছনে কিছু বাস্তবতা থাকলেও ধর্মের আসল উদ্দেশ্য তা নয়।

ইসলামে:

> “ধর্মে জবরদস্তি নেই।”

— সূরা বাকারা ২:২৫৬

হিন্দু ধর্মে: ধর্ম মানে ‘ধারণ করা’ — যা জীবন ও সমাজকে স্থিতিশীল রাখে। এটি এক ধরনের নৈতিক নিয়মাবলি যা মানুষকে সঠিক পথে রাখে।

সংজ্ঞা (মনুস্মৃতি):

> “ধৃতের ধর্ম ইত্যুক্তঃ” — যা ধারণ করে, তা-ই ধর্ম।

উপসংহার: ধর্ম নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং নৈতিক সহনশীলতা ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের পথ।

২. ধর্ম কি মুক্তির পথ?

ধর্মের অন্যতম গভীর উদ্দেশ্য হল — আত্মার মুক্তি। মানবজীবন শুধু ভোগ ও কষ্টের সমষ্টি নয়, বরং এক পরীক্ষার মঞ্চ।

হিন্দু ধর্মে:

মোক্ষই চূড়ান্ত লক্ষ্য — পুনর্জন্মের বন্ধন থেকে মুক্তি।

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগ – চারটি পথ মোক্ষের জন্য।

ইসলামে:

জান্নাত অর্জনই আত্মার চূড়ান্ত সফলতা।

নামাজ, রোজা, তাকওয়া ও ঈমান — মুক্তির উপায়।

কুরআন:

> "যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে, সে সফল হয়েছে।"

— সূরা আশ-শামস ৯১:৯

উপসংহার: ধর্ম আত্মাকে জাগিয়ে তোলে, তাকে চিরন্তন মুক্তির দিকে ধাবিত করে।

---

৩. ধর্ম কি প্রেমের প্রকাশ?

সব ধর্মের অন্তর্নিহিত ভাষা — প্রেম। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, সৃষ্টির প্রতি প্রেম, আত্মার প্রতি প্রেম।

হিন্দু ভক্তিমার্গে:

কৃষ্ণভক্তি, রামভক্তি — ঈশ্বরের প্রতি অনির্বচনীয় প্রেম।

“প্রেমভক্তি বিনা মক্তি নাহি” — প্রেমই মোক্ষ।

ইসলামে:

“আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ভালোবাসেন, এবং যাঁরা তাঁকে ভালোবাসে, তিনি তাঁদের ভালোবাসেন।”

> — সূরা মায়েদা ৫:৫৪

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন “রহমাতুল্লিল আলামিন” — প্রেম ও দয়ার প্রতীক।

উপসংহার: প্রেম ছাড়া ধর্ম কেবল নিয়ম; প্রেমই ধর্মকে জীবন্ত করে তোলে।

চূড়ান্ত ভাবনা

ধর্ম একসাথে — নিয়ম, মুক্তি ও প্রেম।

শুধু নিয়ন্ত্রণ নয়, শুধু মুক্তিও নয় — ধর্ম মানুষকে শেখায় কিভাবে প্রেমে, ন্যায়ে ও জ্ঞানে পূর্ণ জীবন কাটানো যায়। যখন মানুষ শুধু নিয়মের খাঁচায় আটকে যায়, তখন ধর্ম কঠোর হয়ে পড়ে; কিন্তু যখন সে প্রেম দিয়ে নিয়মকে ধারণ করে, তখনই প্রকৃত ধর্ম উদ্ভাসিত হয়।

অধ্যায় ১০: ধর্মে প্রতিদান ও শাস্তির দর্শন

মানুষের আচরণ ও তার পরিণাম নিয়ে ধর্মশাস্ত্রগুলো বিস্তৃত আলোচনা করে। প্রতিটি ধর্মই ন্যায়ের ধারণাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে—যেখানে ভাল কাজের প্রতিদান এবং অন্যায়ের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা পর্যালোচনা করব, ইসলাম ও হিন্দু ধর্মে প্রতিদান ও শাস্তির দর্শন কীভাবে গঠিত।

---

১. ইসলাম ধর্মে প্রতিদান ও শাস্তি

মূলনীতি:

ইসলামে আল্লাহ সুবিচারক। কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী পুরস্কৃত বা শাস্তি দেওয়া হবে।

কুরআন বলছে:

> “যে পরিমাণ ভালো করবে, তা সে দেখবে; আর যে পরিমাণ মন্দ করবে, তাও সে দেখবে।”

— সূরা যিলযাল ৯৯:৭-৮

প্রতিদান:

জান্নাত: শান্তি, পরিতৃপ্তি, আল্লাহর সান্নিধ্য

আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা

শাস্তি:

জাহান্নাম: কষ্ট, বিচ্ছিন্নতা, অনুশোচনা

সময়িক বা চিরস্থায়ী শাস্তি (ঈমানের অবস্থা অনুযায়ী)

রহমত ও সুবিচার একসাথে:

> “আমার রহমত আমার ক্রোধকে অতিক্রম করে।”

— হাদীস কুদসী

---

২. হিন্দু ধর্মে প্রতিদান ও শাস্তি

মূলনীতি:

হিন্দু ধর্মে কর্ম ও ফলের সূত্রে প্রতিফল ঘটে — যাকে বলে “কর্মফল”। ব্রহ্মাণ্ড ন্যায়নিষ্ঠভাবে প্রত্যেক কর্মের প্রতিদান দেয়।

শাস্ত্রবাণী:

> “যেমন কর্ম, তেমন ফল।” — গীতা ৪:১৭

প্রতিদান:

পুনর্জন্মে উন্নত জীবন

স্বর্গলোকে অবস্থান

মোক্ষ (পরমমুক্তি)

শাস্তি:

নিম্নজন্ম (জন্ম চক্রে পতন)

নরকবাস (যমলোকে কষ্ট)

আত্মার উন্নতিতে বিলম্ব

ধর্মরাজ ও যমরাজ:

যমরাজ আত্মার কর্ম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেন — পুণ্য হলে স্বর্গ, পাপ হলে নরক।

চূড়ান্ত উপলব্ধি

ধর্ম মানুষের চিন্তাকে ন্যায়বিচার ও আত্মউন্নয়নের দিকে নিয়ে যায়। শাস্তি ভয় সৃষ্টি করতেই নয়, বরং আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে। প্রতিদান আশার বীজ রোপণ করে, আর শাস্তি আত্মসংযমের পথে ঠেলে দেয়। ইসলাম হোক বা হিন্দু ধর্ম — উভয়েই আত্মাকে ঈশ্বরের পথে পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ করে।

অধ্যায় ১১: ঈশ্বরের পরিচয় — আল্লাহর ৯৯ নাম ও হিন্দু ধর্মের দেবরূপে সাদৃশ্য

মানবসভ্যতার ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরকে মানুষ বিভিন্ন নামে, রূপে ও গুণে জেনেছে। ইসলাম ধর্মে আল্লাহর ৯৯টি সুন্দর নাম (আস্মা উল হুসনা) আছে, যা তাঁর গুণাবলির প্রতিফলন। হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরকে নানা রূপে উপাসনা করা হয়—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, লক্ষ্মী ইত্যাদি। এ অধ্যায়ে আমরা দেখব — এই দুই ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কী গভীর মিল রয়েছে।

আল্লাহর ৯৯ নাম — সংক্ষেপে

ইসলামে আল্লাহর গুণবাচক ৯৯টি নাম রয়েছে, যেমন:

আর-রহমান — পরম দয়ালু

আর-রহিম — চির দয়াবান

আল-আলিম — সর্বজ্ঞ

আল-আদল — সুবিচারক

আল-মালিক — সর্বশক্তিমান রাজা

আল-খালিক — সৃষ্টিকর্তা

আল-বাছির — সর্বদ্রষ্টা

আস-সামি — সর্বশ্রোতা

আল-গফুর — ক্ষমাকারী

প্রতিটি নাম আল্লাহর একেকটি দিক বা গুণ প্রকাশ করে।

হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের গুণ ও রূপ

হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর নিরাকার হলেও ভক্তিভাব ও উপলব্ধির সুবিধার্থে তিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। প্রতিটি রূপ একেকটি গুণের প্রতীক:

ব্রহ্মা — সৃষ্টির দেবতা ’n আল-খালিক (সৃষ্টিকর্তা)

বিষ্ণু — সংরক্ষণকারী ’n আর-রহমান, আল-হাফিজ (সংরক্ষণকারী)

শিব — সংহারক ও পুনর্জীবনের প্রতীক ’n আল-ক্বাহার (বিধ্বংসী), আল-আহির (শেষ)

দুর্গা/কালী — শক্তির প্রকাশ ’n আল-মাতিন (শক্তিশালী), আল-জাব্বার (অপরাজেয়)

লক্ষ্মী — ধন-ঐশ্বর্য দানকারী ’n আর-রাজ্জাক (রিজিকদাতা)

সরস্বতী — জ্ঞানের দেবী ’n আল-আলিম (জ্ঞানদাতা)

রাম/কৃষ্ণ — ন্যায়, প্রেম ও ঈশ্বরের অবতার ’n আল-আদল (ন্যায়বান), আর-রহিম (প্রেমময়)

অভিন্ন বার্তা: এক ঈশ্বর, বহু প্রকাশ

হিন্দু ধর্ম রূপ-নাম বহুত্বের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা করলেও, ঈশ্বর আদি ও অনাদি, এক ও অদ্বিতীয়। ইসলামও বলছে:

> “তিনিই আল্লাহ, একমাত্র উপাস্য।”

— সূরা ইখলাস

দুই ধর্মেই ঈশ্বর সকল গুণের আধার, প্রেমময় ও সর্বজ্ঞ। হিন্দু দর্শন বলে, ব্রহ্মন নির্গুণ ও সগুণ উভয়ই হতে পারেন। ইসলাম বলে, আল্লাহর তুলনা নেই, কিন্তু তিনি তাঁর গুণাবলিতে পরিচিত।

চূড়ান্ত উপলব্ধি

নাম আলাদা, রূপ ভিন্ন, সংস্কৃতি বিচিত্র — কিন্তু ঈশ্বর সর্বত্র এক। তাঁর নাম কখনো “আল-আলিম”, কখনো “সরস্বতী”; কখনো “আল-জাব্বার”, আবার “কালী”। মানুষ তাঁর অবস্থান থেকে তাঁকে যেমন বোঝে, তিনি তেমনই ধরা দেন। কিন্তু উদ্দেশ্য এক — মানবতার কল্যাণ, আত্মার উন্নতি ও প্রেমে পূর্ণ মিলন।

--- সমাপ্তি ---